FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতা

ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish

CGIAR
RESEARCH PROGRAM ON Fish
Led by WorldFish

- পোনা ধরে একটি পাতলা জালের সাহায্যে ময়লা মুক্ত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ফাঁসের জালের সাহায্যে বিক্রয়যোগ্য পোনা আলাদা করতে হবে
- পোনা ধরার পর হাপার মধ্যে রেখে কমপক্ষে ৪-৫ ঘণ্টা পানির ঝাপটা দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে পোনা মলমূত্র ত্যাগ করে পেট খালি করে ফেলে। ফলে পরিবহন সমস্যা কম হয়

লক্ষণীয়

দূরবর্তী স্থানে পরিবহনের জন্য শুধু প্রথম দিনে শতাংশে ১৫০ গ্রাম হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ করা ভালো।

পোনা পরিবহন

পোনা মাছ স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের সময় পাতিল কিংবা ড্রামে তিনভাগের দুই ভাগ টিউবওয়েলের (নলকূপের) এবং একভাগ পুকুরের পানি মিশিয়ে পোনা পরিবহন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কার্প মাছের চারা বা আঙ্গুলি পোনার পরিবহন ঘনত্ব

পরিবহন পদ্ধতি	পরিবহন পাত্র	পানির পরিমাণ	পোনার আকার	পরিবহন ঘনত্ব (সংখ্যা)	সময় (ঘণ্টা)
পাতিল-ওয়ালাদের কাঁধে	১৬ নং অ্যালুমিনিয়াম পাতিল	৮-১০ লিটার	ধানী-১"	১,৫০০-২,৫০০	২-৩
			২"-৩"	৪০০-৫০০	৬-৮
			৩"-৪"	৩০০-৪০০	৬-৮
ইঞ্জিন চালিত ভ্যানে	প্লাস্টিকের ড্রাম	১০০-২০০ লিটার	ধানী-১"	৩,৫০০-৫,০০০	২-৩
			২"-৩"	২,০০০-৩,০০০	৩-৫
			৩"-৪"	১,৫০০-২,০০০	৩-৫
			৪"-৫"	৮০০-১,২০০	৩-৫

মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতা

ক. পোনা পরিবহণে কারিগরি দিকসমূহ

ভালো পোনা ও দুর্বল পোনা চেনার উপায়

পর্যবেক্ষণের বিষয়	ভালো পোনা	দুর্বল পোনা
সাধারণ বৈশিষ্ট্য	চলমান বা চটপটে এবং ত্বক পিচ্ছিল দাগহীন	ফ্যাকাসে সাদা এবং ত্বক খসখসে, অনেক সময় লাল লাল দাগ দেখা যায়
লেজ টিপে ধরলে	দ্রুত মাথা নাড়ায় লাফিয়ে উঠে	আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়
হঠাৎ পাত্রের গায়ে টোকা দিলে	দ্রুত সাড়া দেয়	কোনো সাড়া দেয় না
পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটে অথবা পাত্রের মাঝখানে জড়ো হয়

পোনা টেকসই বা পাকাকরণ

- পোনা বিক্রয়ের কমপক্ষে ২-৩ দিন পূর্ব থেকে-
  - প্রতিদিন জাল টেনে পোনাতে পানির ধারা দিয়ে ২০-৩০ মিনিট পর ছেড়ে দিতে হবে
  - প্রতিদিন শতাংশে ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খৈল প্রয়োগ করতে হবে
- পোনা বিক্রয়ের ১ দিন পূর্বে এবং বিক্রয়ের দিন পোনার খাবার বন্ধ রাখতে হবে

লক্ষণীয়

- পরিবহন সময় কম হলে পরিবহনকালে পোনার ঘনত্ব বৃদ্ধি করা যেতে পারে
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী টেকসইকৃত ১-২ কেজি পোনা (চারা পোনা) ১০ লিটার পানিতে পরিবহন করা হয়। তবে পোনা বিক্রেতাগণ অনেক সময় সমপরিমাণ পানিতে ৩-৪ কেজি পোনাও পরিবহন করে থাকেন

পরিবহনকালীন করণীয়

- সব সময় পাকা পোনা পরিবহন করতে হবে
- পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে
- পরিবহনকালে প্রতি ২-৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর পাত্রের ২-৩ ভাগ পানি পরিবর্তন করতে হবে
- হাঁড়িতে পরিবহনের সময় মাঝে মধ্যে হাত দিয়ে পানি ঝাঁকাতে বা আন্দোলিত করতে হবে
- পানি পরিবর্তনের সময় মিশ্রিত পানি এবং পাত্রের পানির তাপমাত্রা সমতায় নিয়ে আসতে হবে
- সমআকারের ও সমপ্রজাতির পোনা একই পাত্রে পরিবহন করতে হবে
- পোনার মৃত্যুহার কমাতে পরিবহনের জন্য সঠিক সময় হিসাব করে পরিবহন করতে হবে এবং
- মাছের পোনার আকার যত বড় হবে পরিবহন ঘনত্ব আনুপাতিক হারে তত কম করতে হবে

পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণ

- সাধারণত পরিবহন পাত্রে অক্সিজেন ঘাটতি, অ্যামোনিয়া সৃষ্টি ও পানির তাপমাত্রার পরিবর্তন
- পরিবহনকালীন দৈহিক ক্ষত এবং কাঁচা পোনা পরিবহনের কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে থাকে

খ. মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতাদের ভূমিকা

পোনা বিক্রেতাগণ মাছ চাষ কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। পোনা বিক্রয়ের বিভিন্ন ধাপ ও স্থানান্তরের প্রবাহ চিত্র-

মাছ চাষ সম্প্রসারণে চাষিদের যেসব বিষয় জানাতে হবে-

পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

- পুকুর সংস্কার, তলার কালো ও পচা কাদা অপসারণ করা
- রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ অপসারণ করা
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন ও সার প্রয়োগ করা এবং
- পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ও উপযুক্ততা পরীক্ষা করা

পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

- প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ এবং
- কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশে ৮০-১০০টি মলা মাছ মজুদ করলে পারিবারিক পুষ্টি পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ও করা যায়

প্রতি শতাংশে কার্প জাতীয় মাছের মজুদ ঘনত্ব

প্রজাতি	যে স্তরে বাস করে	আকার (ইঞ্চি)	সংখ্যা/শতাংশ	
			নমুনা ১	নমুনা ২
সিলভার কার্প	উপর স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
কাতলা	উপর স্তর	৪-৫	৬-৭	৬-৮
রুই	মধ্য স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
মৃগেল	নিচের স্তর	৪-৫	১০	০
কমন কার্প	নিচের স্তর	৪-৫	০	৪-৬
গ্রাস কার্প	নিচের স্তর	৪-৫	০	১-২
থাই সরপুঁটি	সকল স্তর	২-৩	১৫	১৫-২০
মনোসেক্স তেলাপিয়া	সকল স্তর	২-৩	৮	০
সর্বমোট পোনা (সংখ্যা/শতাংশ)			৫৫-৬০	৪৬-৬৬

পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- মজুদ পরবর্তী পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে
- সাধারণত ১০০ কেজি পোনা মাছের জন্য মাছের আকারের উপর ভিত্তি করে ১২ কেজি থেকে ৫ কেজি হারে সম্পূরক খাবার দিতে হবে

পোনা আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- মাছের আকার, চাহিদা ও বাজার মূল্যের ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে

পোনা বিক্রেতাদের বিশেষ দায়িত্ব

- মা মাছের উৎস জেনে পোনা সংগ্রহ করতে হবে
- ইনব্রিডিং-এর (ভাইবোনদের মাঝে প্রজনন ঘটানো) ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং চাষিদের জানাতে হবে
- ভালো পোনার বৈশিষ্ট্য এবং উৎস সম্পর্কে চাষিদের জানাতে হবে

বিস্তারিত যোগাযোগ

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

বাড়ি ৩৩৫/এ (পুরাতন), ৪২/এ (নতুন)

সড়ক ১১৪, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২

ইমেইল: wfbanaproject@cgiar.org

ওয়েবসাইট: www.worldfishcenter.org

প্রকাশনাটি ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকাশনার বিষয়বস্তুর দায় লেখক / প্রকাশক / সম্পাদকের। এ জন্য দাতা সংস্থা দায়ী নয়। এটি ইউএসএআইডি বা আমেরিকান সরকারের মতামতের প্রতিফলন নয়।